Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

চট্টগ্রামঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন কাঠামোর সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা
- জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা
- জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহ
- জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন অর্জনে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা
- চ্যালেঞ্জসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাভিলাষী এবং ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- যদিও সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, তথাপি স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে '*জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন*' সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে নানা ধরণের পরিষেবা দিয়ে থাকে
  - এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণ, নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহন, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী কর্মীদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা, সামাজির সুরক্ষার আওতায় বিভিন্ন ভাতা প্রদান ইত্যাদি

ভূমিকা

- উপকূলীয় অঞ্চল বাংলাদেশের প্রায় ৪৭ হাজার বর্গ কি.মি এলাকা জুড়ে অবস্থিত যেখানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২৪.৬%, ২০১১ সালে) বসবাস করে
- বাংলাদেশের মোট ১৯ টি জেলা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত
  - এর মধ্যে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সহ চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ছয়টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চলের আওতায় পরে
- ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে উপকূলবর্তী জেলা এবং উপজেলাসমূহ বাংলাদেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। সন্দ্বীপ মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে, বিশেষভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যেও অনেকাংশে পিছিয়ে আছে
- সমাজ নির্ধারিত কিছু রীতিনীতি, দায়িত্ব বন্টনের ধরণের কারণে দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশী বিপন্নতার শিকার হয়
- উপরন্তু, দুর্গমতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের নারীরা তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজির ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন কাঠামোর সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো

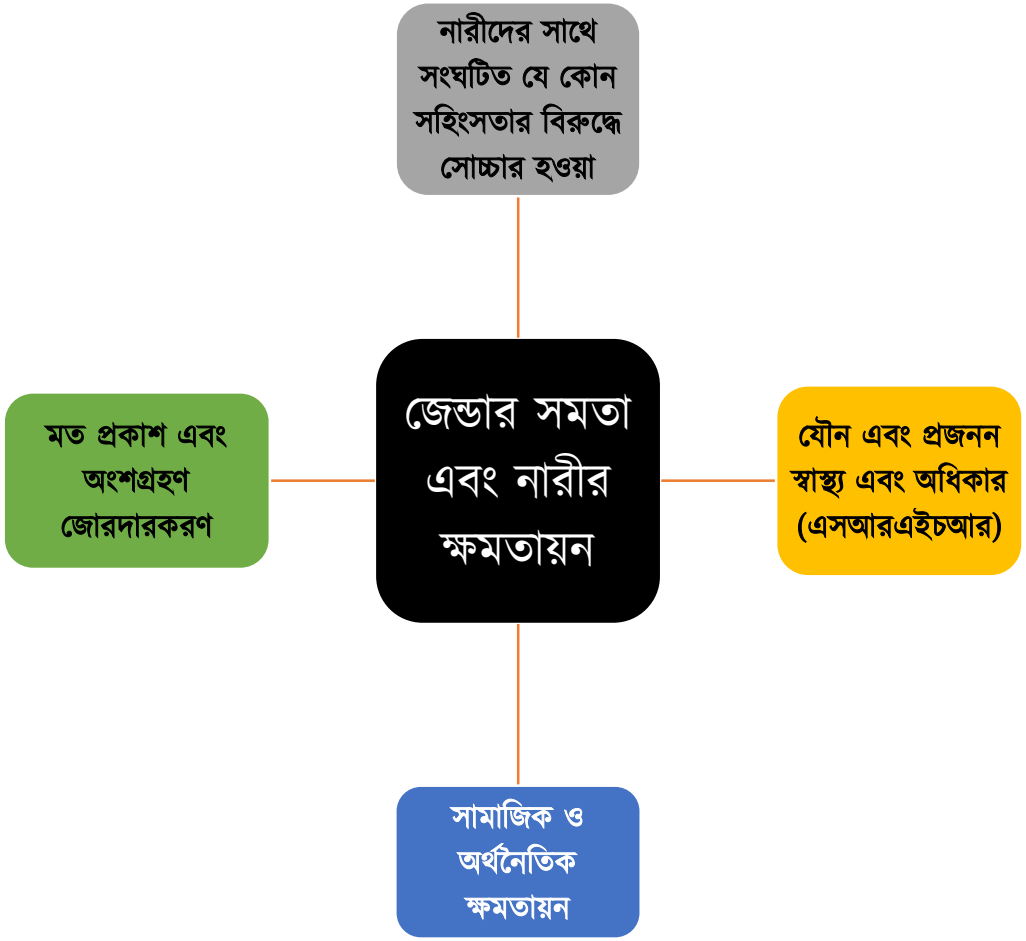

উৎসঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো এবং এসডিজি ৫-এর সমন্বয়ে প্রস্তুত

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন কাঠামোর সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

জাতীয় দারিদ্রসীমার (অতি-দারিদ্র) নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

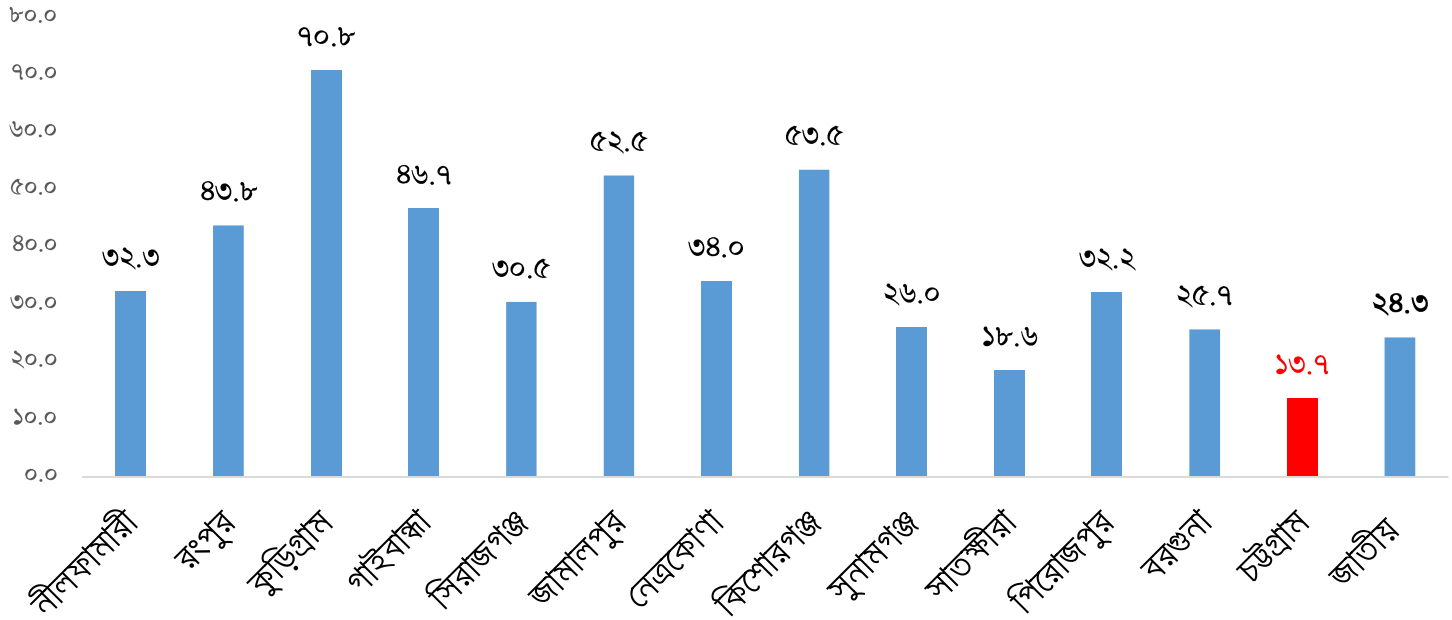

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামে জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় নিচে
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যমতে চট্টগ্রামের ১৫ উপজেলার মধ্যে বাঁশখালী (২৭.৯%), **সন্দ্বীপ (১৯.১%)** এবং লোহাগাড়ায় (১৮.৩%) দারিদ্রের হার চট্টগ্রাম জেলার (১১.৫%) তুলনামূলক বেশী

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

নারীদের সাথে সংঘটিত যে কোন সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া

গত বার মাসে শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া নারীর অনুপাত (%)

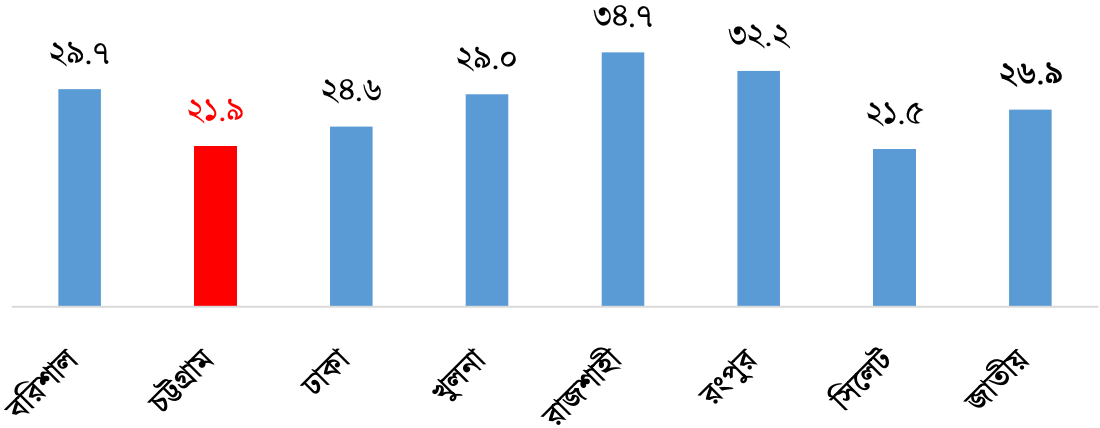

উৎসঃ VAW-২০১৫

১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত (১৫-৪৯ বছর) বয়সী মহিলার হার

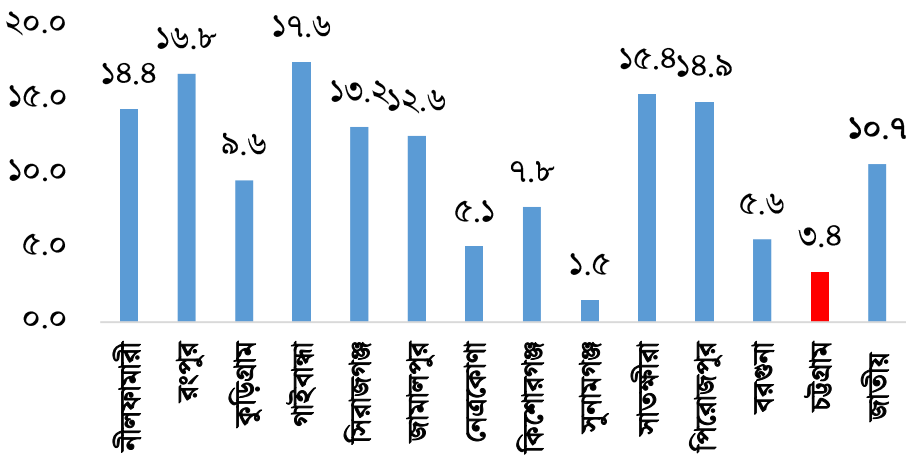

১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত (২০-৪৯ বছর) বয়সী মহিলার হার

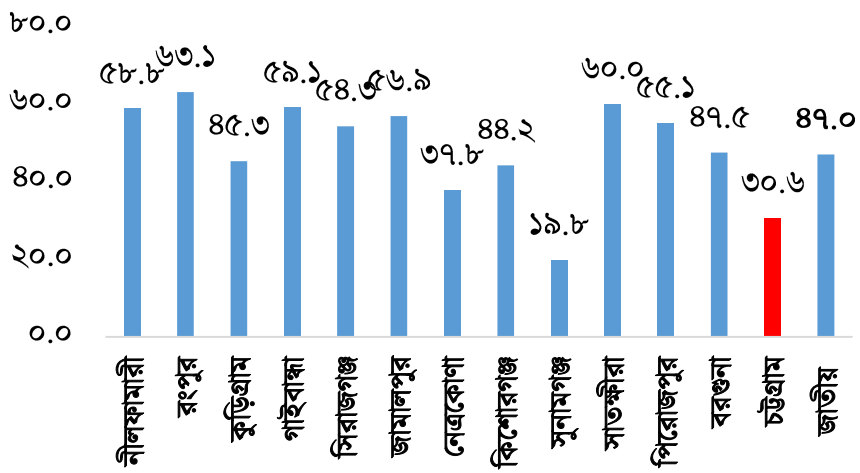

উৎসঃ ACBSS-২০১৬

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ (১৮ বছর বয়সের পূর্বে)

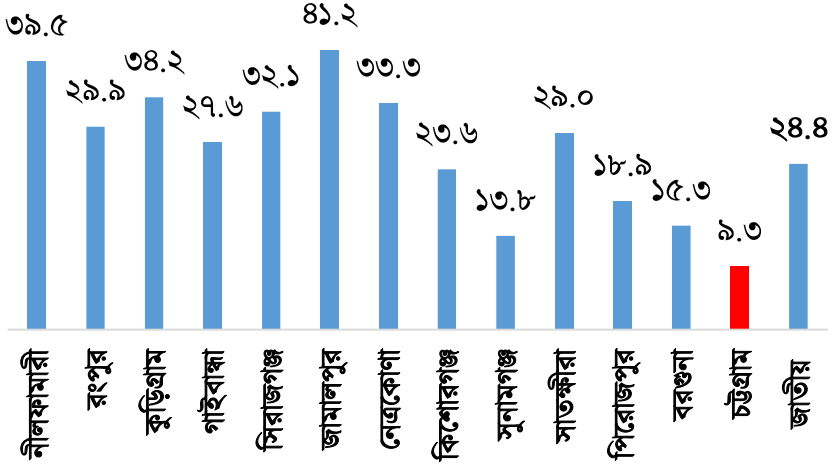

উৎসঃ MICS ২০১২-১৩

গর্ভনিরোধক প্রবণতা হার (যে কোনো প্রক্রিয়া)

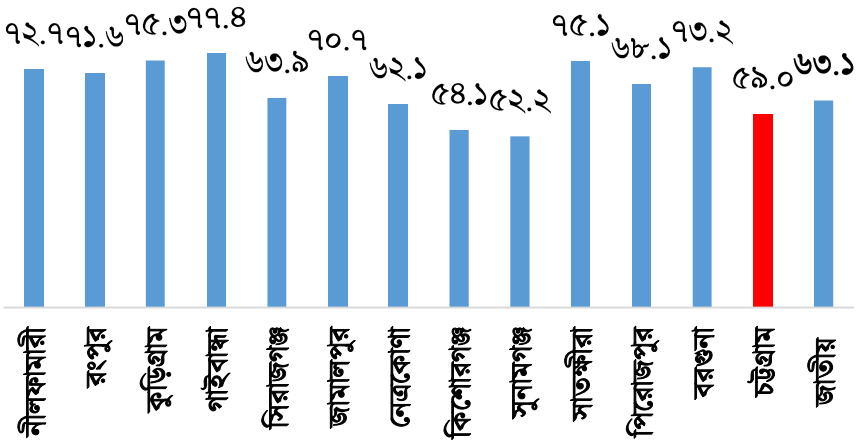

উৎসঃ SVRS-২০১৮

মাতৃ খাদ্য তালিকার আওতা (%)

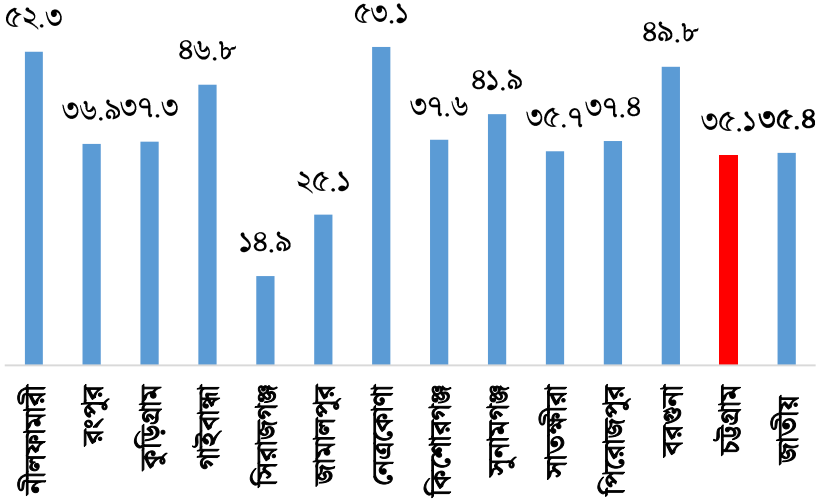

আয়রন এবং ফলিক এসিড পরিপূরকসমূহের আওতা (%)

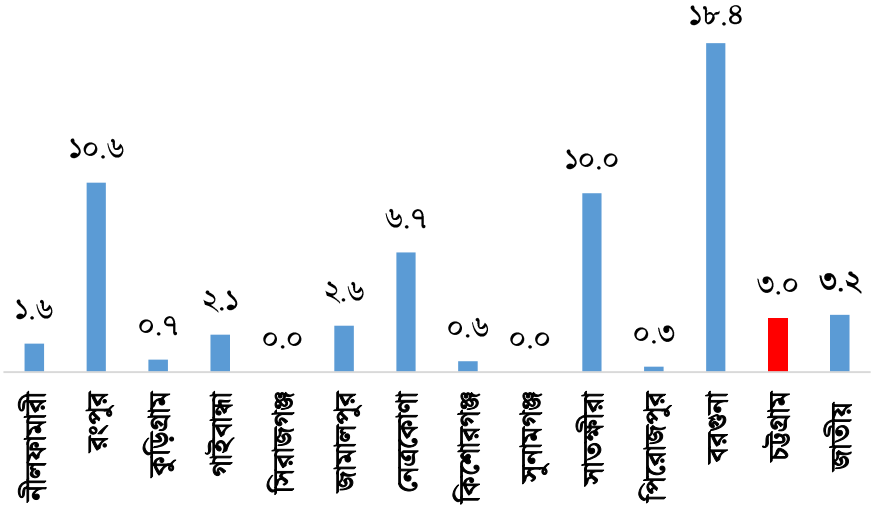

উৎসঃ ACBSS-২০১৬

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)

মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)

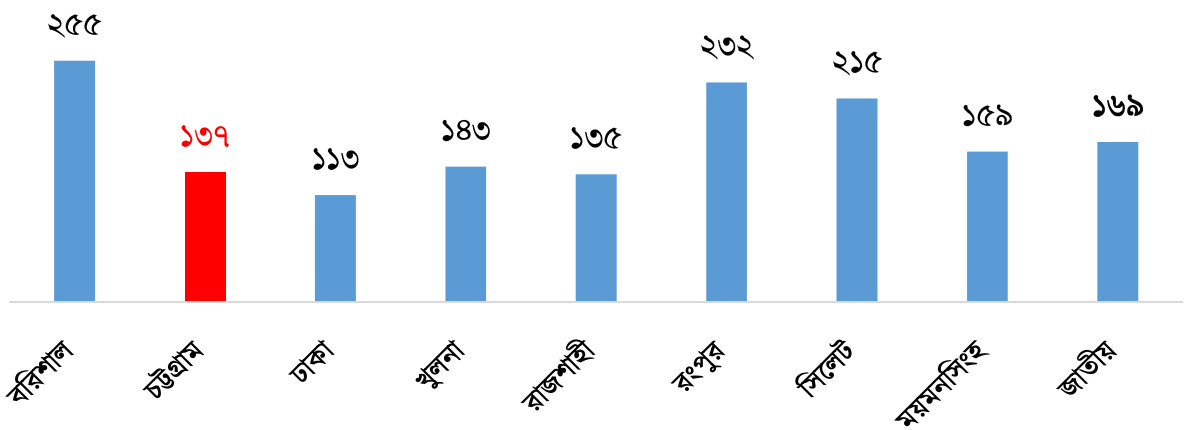

উৎসঃ SVRS-২০১৮

প্রসবের সময় দক্ষ সহকর্মী (%)

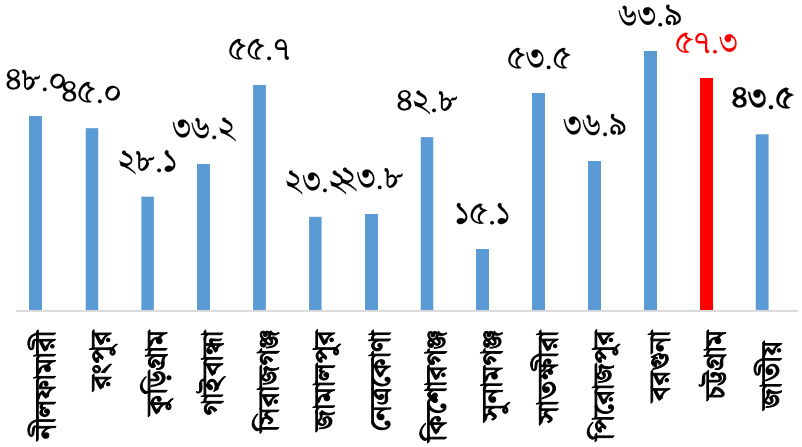

উৎসঃ MICS ২০১২-১৩

প্রসবকালীন সেবাসমূহের আওতা (%)

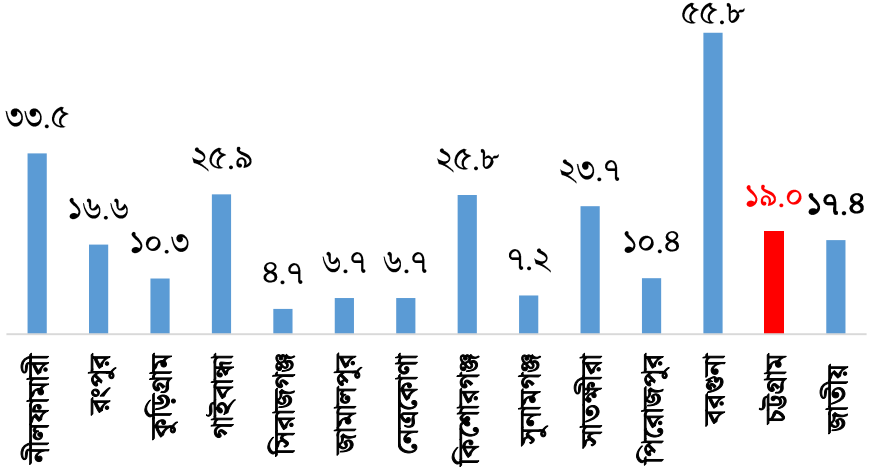

উৎসঃ ACBSS-২০১৬

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)

৫ বছর বয়সের এর নীচে মৃত্যুহার (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে)

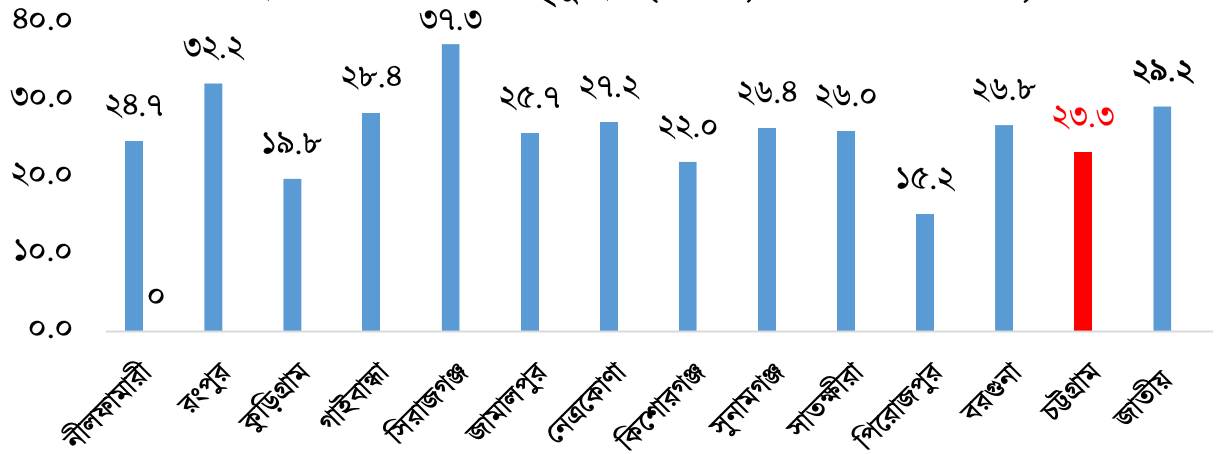

নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে)

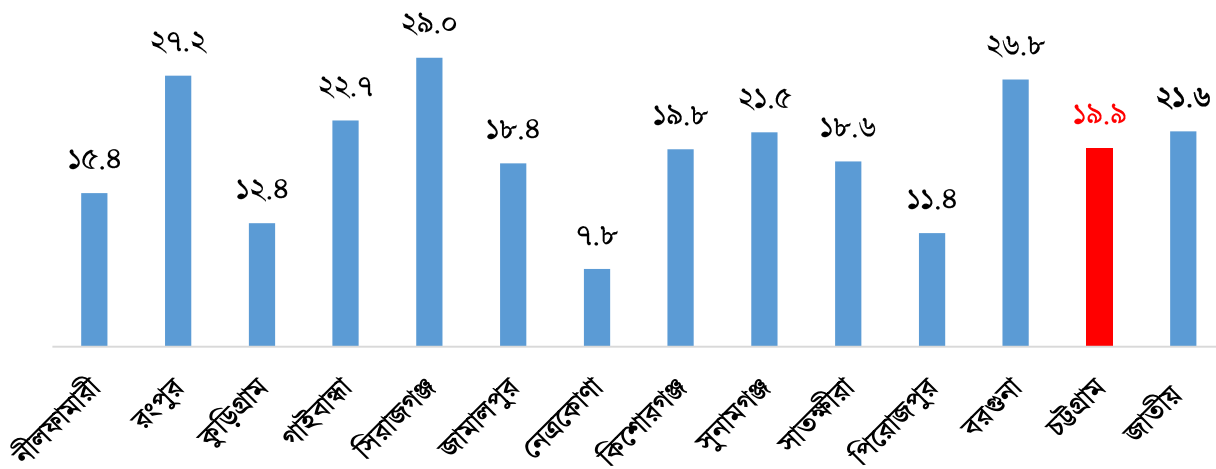

উৎসঃ SVRS-২০১৮

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (%)

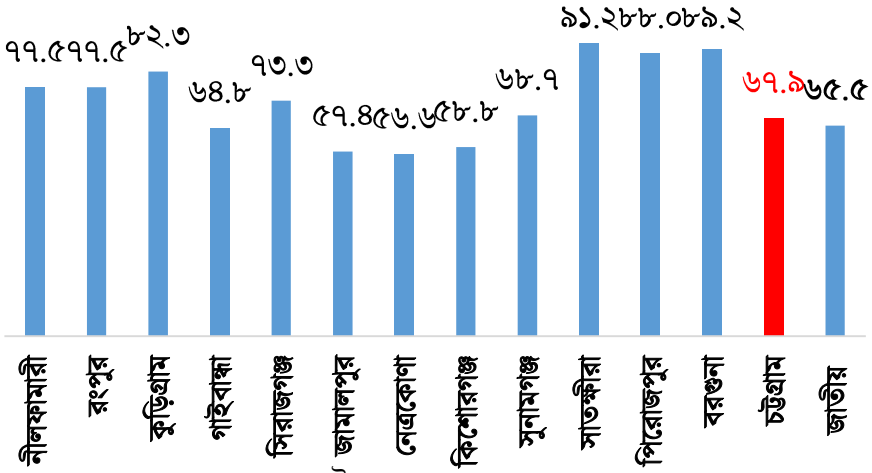

উৎসঃ APSC ২০১৬

ঝরে পড়ার হার (%)

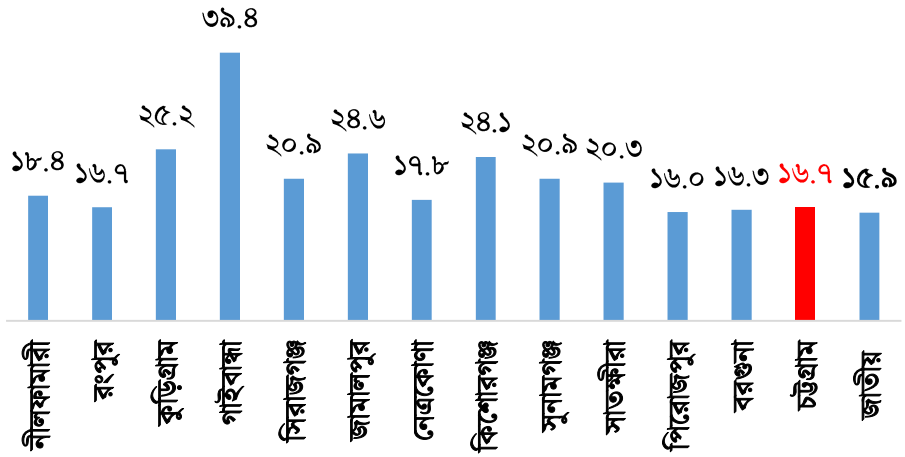

উৎসঃ APSC ২০১৭

পুনরাবৃত্তির হার (%)

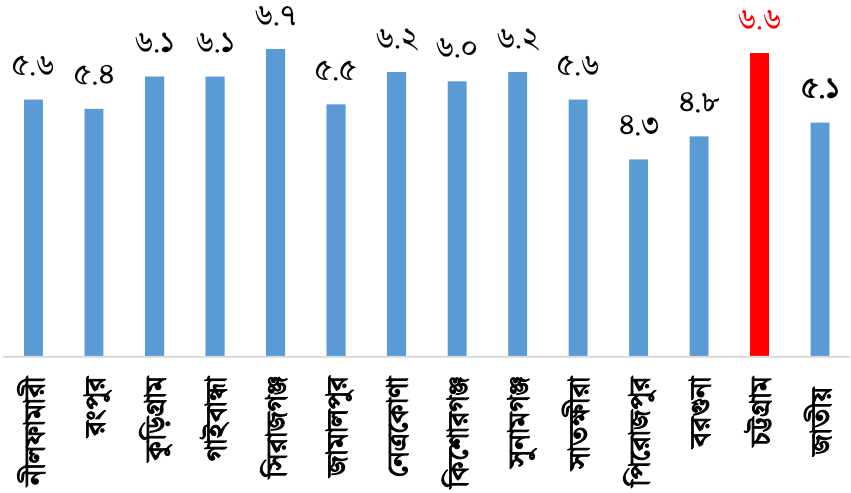

৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকার হার (%)

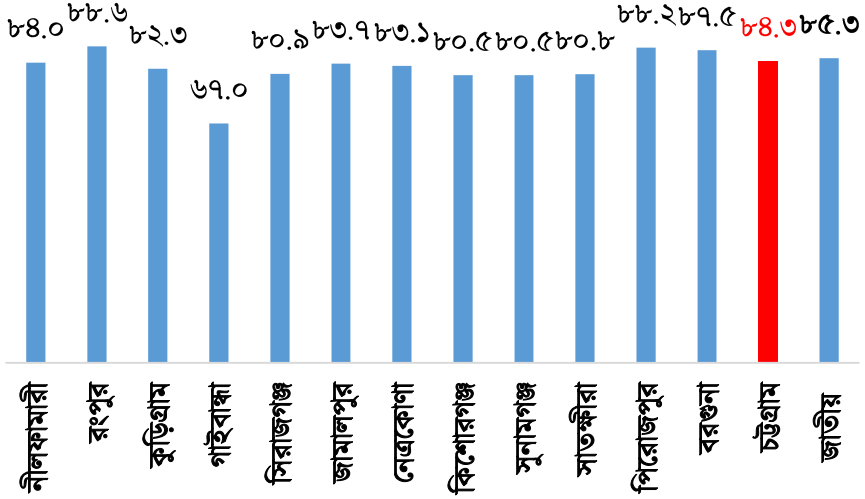

উৎসঃ APSC ২০১৭

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষিকার অনুপাত (%)

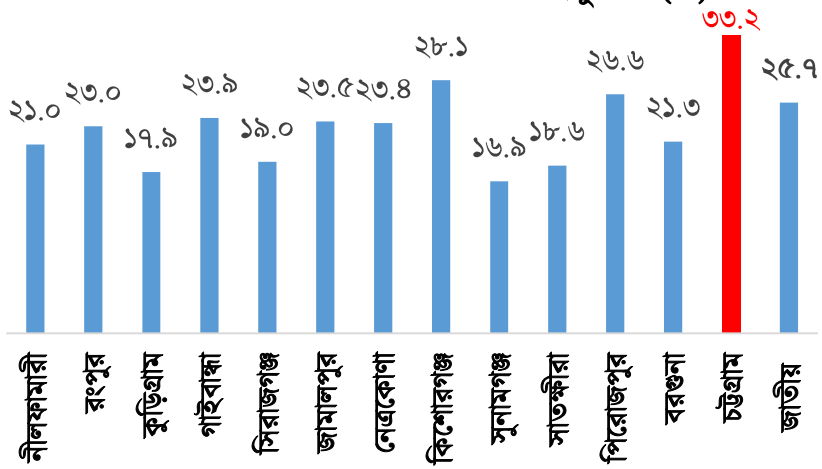

উৎসঃ BANBEIS ২০১৮

নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (%)

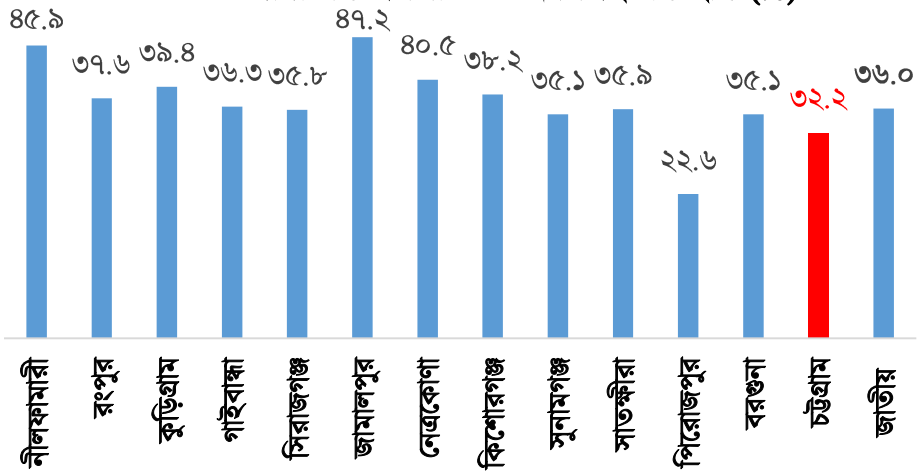

উৎসঃ LFS ২০১০

১৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী নারীদের বেকারত্বের হার (%)

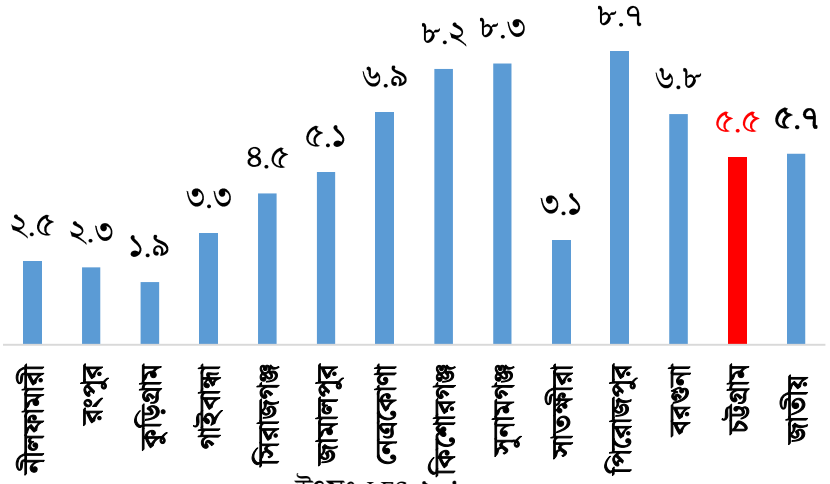

উৎসঃ LFS ২০১০

নারীদের প্রবাসে কর্মসংস্থান হার (%)

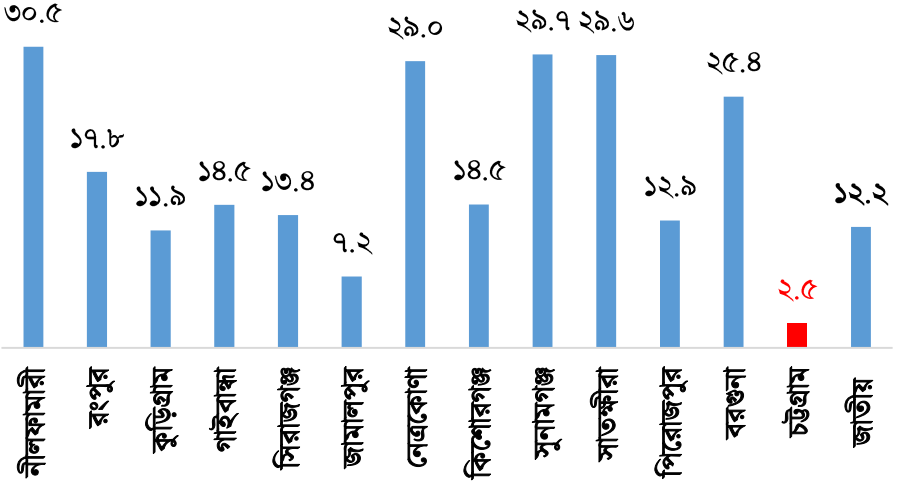

উৎসঃ Gender Statistics ২০১৮

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

যুবা (১৫-২৯ বছর) নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (%)

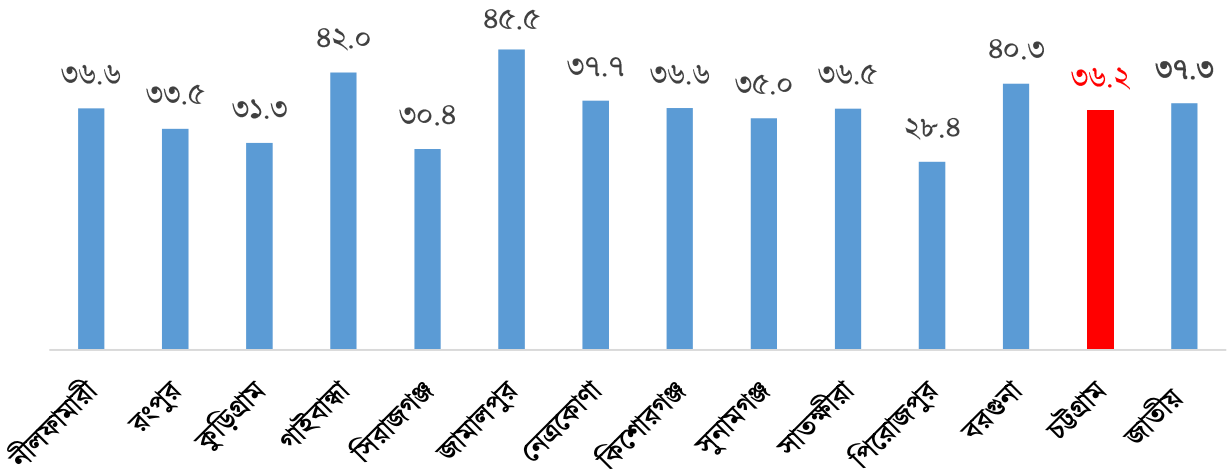

যুবা (১৫-২৯ বছর) নারীদের কর্মসংস্থান হার (%)

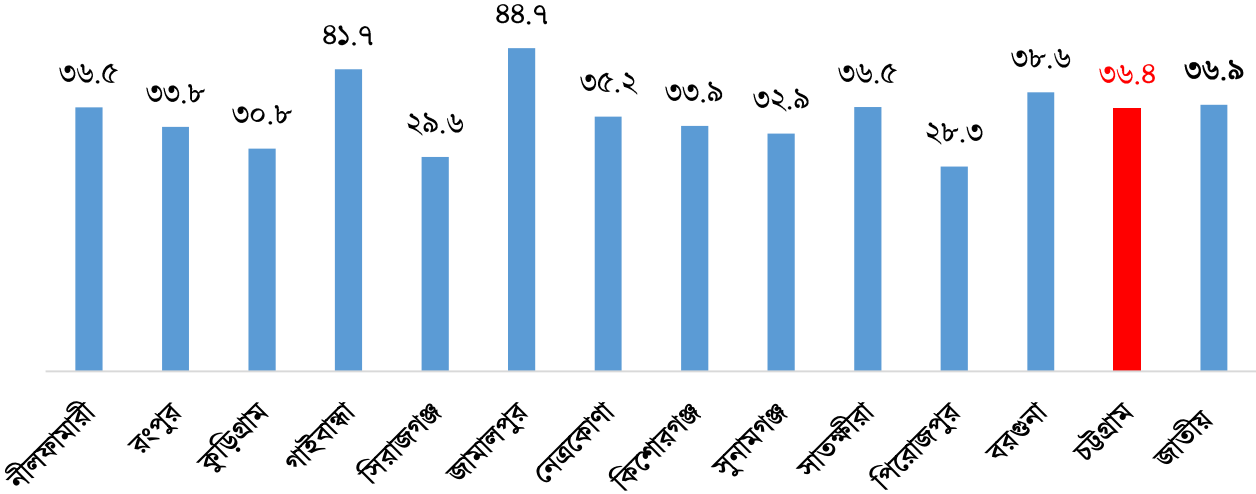

উৎসঃ SVRS-২০১৮

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

মত প্রকাশ এবং অংশগ্রহণ জোরদারকরণ

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অনুপাত

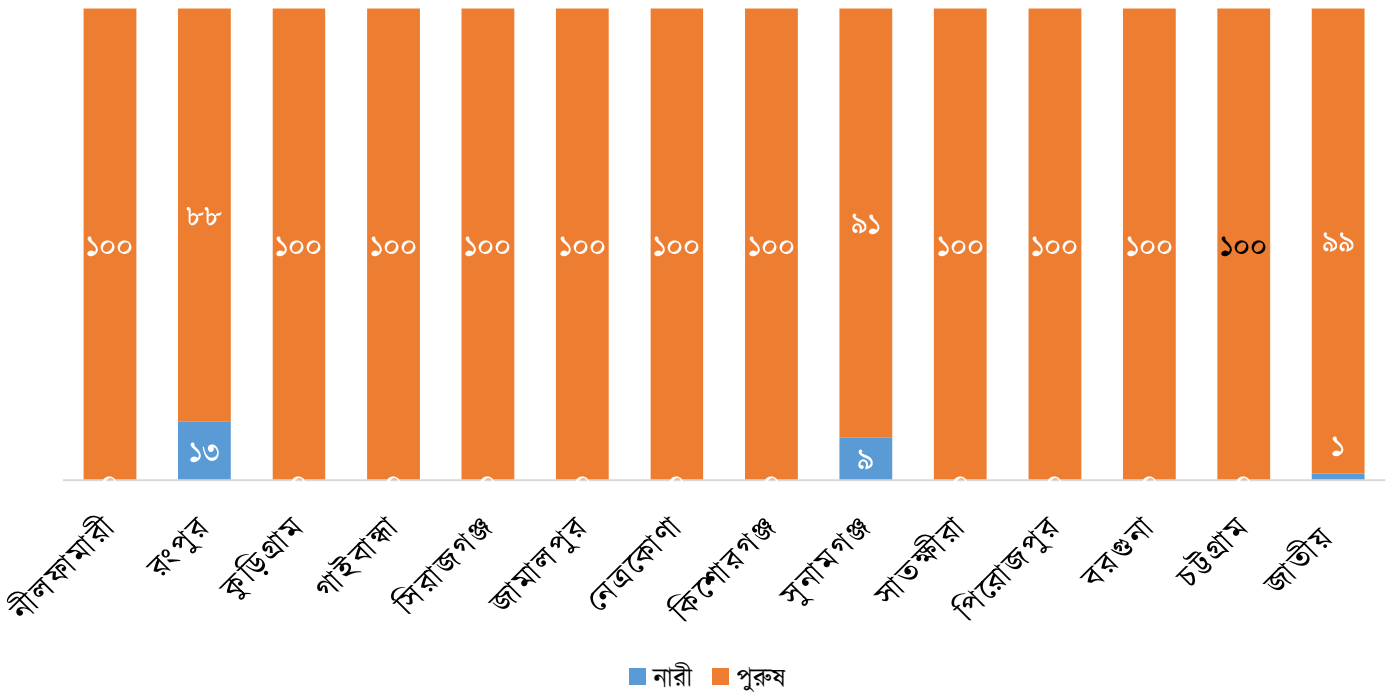

উৎসঃ Gender Statistics ২০১৮

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

স্তম্ভ এবং সূচকসমূহ	সম্পর্কিত এসডিজি সূচক	জাতীয় গড়ের তুলনায় অবস্থা
নারীদের সাথে সংঘটিত যে কোন সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া		
গত বার মাসে শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া নারীর অনুপাত (%)	এসডিজি ৫.১.১	ভাল
১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত (১৫-৪৯ বছর) বয়সী মহিলার হার	এসডিজি ৫.৩.১	ভাল
১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত (২০-৪৯ বছর) বয়সী মহিলার হার	এসডিজি ৫.৩.১	ভাল
যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)		
অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ (১৮ বছর বয়সের পূর্বে)	এসডিজি ৫.৬.১	ভাল
গর্ভনিরোধক প্রবণতা হার (যে কোনো প্রক্রিয়া)	এসডিজি ৫.৬.১	খারাপ
মাতৃ খাদ্য তালিকার আওতা (%)	এসডিজি ৫.৬.১	খারাপ
আয়রন এবং ফলিক এসিড পরিপূরকসমূহের আওতা (%)	এসডিজি ৫.৬.১	খারাপ
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)	এসডিজি ৩.১.১	ভাল
প্রসবের সময় দক্ষ সহকর্মী (%)	এসডিজি ৩.১.২	ভাল
প্রসবকালীন সেবাসমূহের আওতা (%)	এসডিজি ৫.৬.২	ভাল
৫ বছর বয়সের এর নীচে মৃত্যুহার (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে)	এসডিজি ৩.২.১	ভাল
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে)	এসডিজি ৩.২.২	ভাল
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন		
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার	এসডিজি ৪.২.২	ভাল
ঝরে পড়ার হার (%)	এসডিজি ৪.১.১	খারাপ
পুনরাবৃত্তির হার (%)	এসডিজি ৪.১.১	খারাপ
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকার হার (%)	এসডিজি ৪.১.১	খারাপ
মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষিকার অনুপাত (%)	এসডিজি ৪.গ.১	ভাল
নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (%)	এসডিজি ৫.৫.২	খারাপ
১৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী নারীদের বেকারত্বের হার (%)	এসডিজি ৮.৫.১	ভাল
নারীদের প্রবাসে কর্মসংস্থান হার (%)		খারাপ
যুবা (১৫-২৯ বছর) নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (%)	এসডিজি ৮.৬.১	খারাপ
যুবা (১৫-২৯ বছর) নারীদের কর্মসংস্থান হার (%)	এসডিজি ৮.৬.১	খারাপ
মত প্রকাশ এবং অংশগ্রহণ জোরদারকরণ		
উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অনুপাত	এসডিজি ৫.৫.১	খারাপ
উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অনুপাত	এসডিজি ৫.৫.১	খারাপ

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সূচকসমূহে চট্টগ্রামের অবস্থা

স্তম্ভ এবং সূচকসমূহ	সম্পর্কিত এসডিজি সূচক	সর্বশেষ অবস্থা (সাল)	২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাব্যতা
নারীদের সাথে সংঘটিত যে কোন সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া				
গত বার মাসে শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া নারীর অনুপাত (%)	এসডিজি ৫.২.১	২১.৯ (২০১৫)	০.০	ট্র্যাকে নেই
১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত (১৫-৪৯ বছর) বয়সী মহিলার হার	এসডিজি ৫.৩.১	৩.৪ (২০১৬)	০.০	ট্র্যাকে আছে
১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত (২০-৪৯ বছর) বয়সী মহিলার হার	এসডিজি ৫.৩.১	৩০.৬ (২০১৬)	১০.০	ট্র্যাকে নেই
যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)				
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)	এসডিজি ৩.১.১	১৩৭.০ (২০১৮)	৭০.০	ট্র্যাকে নেই
প্রসবের সময় দক্ষ সহকর্মী (%)	এসডিজি ৩.১.২	৫৭.৩ (২০১৩)	৮০.০	অধিকতর প্রচেষ্টার প্রয়োজন
৫ বছর বয়সের এর নীচে মৃত্যুহার (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে)	এসডিজি ৩.২.১	২৩.৩ (২০১৮)	২৫.০	ইতিমধ্যে অর্জিত
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে)	এসডিজি ৩.২.২	১৯.৯ (২০১৮)	১২.০	ট্র্যাকে আছে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন				
সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের ১ বছর পূর্বে)	এসডিজি ৪.২.২	৬৭.৯ (২০১৬)	১০০.০	ট্র্যাকে নেই
১৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী নারীদের বেকারত্বের হার (%)	এসডিজি ৮.৫.২	৫.৫ (২০১০)	৩.০	ট্র্যাকে আছে
মত প্রকাশ এবং অংশগ্রহণ জোরদারকরণ				
উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অনুপাত	এসডিজি ৫.৫.১	০.০ (২০১৮)	৩৩.০	ট্র্যাকে নেই

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহ

পরিকল্পনাসমূহ

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

নীতিমালাসমূহ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও সমন্বিত নীতি ২০১৩
- "কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল" কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১
- দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৫
- নির্যাতিত, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল পরিচালনা নীতিমালা ২০০৪

তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

- স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত চট্টগ্রাম জেলা এবং সন্দ্বীপ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করা হয়
- উপজেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক, পরিবার পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। জেলা পর্যায়েও মহিলা বিষয়ক, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। এই সকল কার্যালয় থেকে সংখ্যাগত উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও তাদের দ্বারা প্রদেয় বিভিন্ন সেবা সম্পর্কেও গুণগত এবং ব্যক্তি মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়
- সুবিধাভোগীদের মতামতের জন্য সন্দ্বীপের মুসাপুরের ২২ জন নারী সিবিও সদস্যের সাথে বিভিন্ন সেবার তথ্য যাচাই করা হয়
- এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মীর কাছে থেকে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলোর উত্তরণের পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন অর্জনে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়
- এছাড়া হেল্প লাইন নাম্বার **১০৯** থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়
- সর্বশেষ প্রাপ্ত ৪২ টি মামলার মধ্যে ২৪ টি (৫৭%) নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়
- **১০৯** এর ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য উপজেলা বা জেলা মহিলা বিষয়ক অফিস থেকে পাওয়া যায় নি। এক্ষেত্রে এই বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়
  - শুধুমাত্র সন্দ্বীপের মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে যে ১০৯ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বাল্য বিবাহ রোধ করা হয়েছে

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- ১৫ বছরের নিচে বাল্য বিবাহের হার আগের তুলনায় কমেছে, যদিও ১৮ বছরের নিচে হার এখনও অনেক বেশী। এক্ষত্রে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সিবিও নারীদের মাঝে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়
- ১০৯ সম্পর্কে অধিকাংশ নারীরাই জানেন না। যারা জানেন তারা এখনও কেউ এটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখাননি

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) সংক্রান্ত

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- সন্দ্বীপে যেকোন পদ্ধতিতে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহনের হার ৭৫% (জেলা হারের চেয়ে বেশী)
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে সক্ষম দম্পতি এবং গর্ভবতীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়
- এই উপজেলায় প্রায় ৭০-৮০% গর্ভবতী নারী গর্ভকালীন সেবা (ante-natal visits) গ্রহণ করেন
- শুধুমাত্র ২০-২৫% ডেলিভারি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হয়। অধিকাংশ ডেলিভারি হয় ধাত্রীর মাধ্যমে
  - ➢জনবল ঘাটতি এক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। বিশেষ করে সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং ভিজিটর হিসেবে অনেক সময় কেউ উপস্থিত থাকেন না
  - ➢স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকর্মীদের থেকে এক্ষেত্রে কোন ধরণের সহযোগীতা পাওয়া যায় না
- জরুরী প্রয়োজনে C-section সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা এবং সক্ষমতা সন্দ্বীপে পরিবার পরিকল্পনা অফিসের নেই। শুধু একটি প্রাইভেট ক্লিনিক আছে যেখানে ব্যয় অনেক বেশী (৩০-৫০ হাজার টাকা) হওয়ায় তা নিম্ন এবং মধ্যবিত্তের সাধ্যের বাইরে থেকে। প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে জেলা শহরে C-section এর জন্য রেফারকৃত ও সঙ্কটাপন্ন মায়েদের অনেক সময় দুর্ঘটনার স্বীকার হতে হয়
- কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসমূহ নেয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) সংক্রান্ত

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- পরিবার পরিকল্পনা অফিসার মাঝে মাঝে বাড়ীতে বাড়ীতে পরিদর্শন করে
- অধিকাংশ ডেলিভারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের দ্বারা বাড়ীতেই সম্পন্ন করা হয়। সরকারি ক্লিনিক কাছাকাছি হওয়ায় সেখানেও অনেক ডেলিভারী সম্পন্ন করা হয়
- প্রায় ৬০% উপরে ডেলিভারী স্বাভাবিক হয়। c-section এ রেফারকৃত ডেলিভারীর ক্ষেত্রে অনেক উচ্চমূল্য হওয়ায় অনেক সময় ঋণ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ডেলিভারী করাতে হয়
- মায়েরা গর্ভোত্তর সেবাও গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রসব পরবর্তী সময়ে নূন্যতম চার বার হাসপাতাল ভিজিটের বিষয়টি সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন অর্জনে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত

গুণগত শিক্ষা

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- জেলা এবং উপজেলা উভয় স্থানেই ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার রোধে এবং বাল্য বিবাহকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নীতিমালার শর্তাবলি (যেমনঃ ভর্তিকৃত ছাত্রীর ৩০% গরীব ছাত্রী, এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা) সঠিকভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতের জন্য কোন শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় নি
- তথ্য সংগ্রহকারী দলের পরিদর্শনের সময় সন্দ্বীপ উপজেলায় কোন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পাওয়া যায় নি। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন একজন একাডেমিক সুপারভাইজার
- চট্টগ্রাম জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদের মধ্যে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (LSBE) প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (TCG) প্রশিক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই মহিলা শিক্ষকদের অংশগ্রহণ (যথাক্রমে ৩৪% এবং ৩৩%) পুরুষদের তুলনায় অনেক কম ছিল
  - **সন্দ্বীপে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ আরও কম (১০%)**
  - **সার্বিকভাবে জেলা পর্যায়ে গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ছিল যথাক্রমে মাত্র ১৮% এবং ২৮%**

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নীতিমালার শর্তাবলি সঠিকভাবে পালন করা হয় না। যারা ভাল রেজাল্ট করে তাদেরকেই শুধু দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গরীব ছাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত

কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- মহিলা বিষয়ক অফিস জেলা পর্যায়ে রাজস্ব বরাদ্দের আওতায় ৫ টি ট্রেডে মহিলাদের জীবিকায়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরার ভিত্তিতে দৈনিক ১০০ টাকা করে দেয়া হয়। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রকল্পের আওতায় প্রতি ট্রেডে ২৫ জন করে ২ টি ট্রেডে (সেলাই ও ব্লক বাটিং) ১৪ টি উপজেলায় মোট ৭০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে
- এছাড়াও যুব উন্নয়ন অফিস জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে দেয়া সকল প্রশিক্ষণে যুবা নারীদের অংশগ্রহণ (৪৩%) পুরুষদের তুলনায় (৫৭%) কম ছিল
  - ➢ এক্ষেত্রে সকল উপজেলার মধ্যে **সন্দ্বীপে যুবা নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম ছিল (৩৬%)**। উপজেলা অফিস থেকে সমাজের এবং বিশেষ করে নারীদের নিজেদের সংরক্ষণশীল মনোভাবকে এক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়
- প্রশিক্ষণ মড্যিউল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনা করা হয় না
- নারীদের এখনও সেলাই এবং ব্লক বাটিকের মত গতানুগতিক ট্রেডে অধিকাংশ (৫০% এর উপরে) প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যেখানে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফ্রি-ল্যান্সিং/আউটসোর্সিং এর মত আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণে তাদের অংশগ্রহণ অনেক কম

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন অর্জনে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত

কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- মোটের উপর চাহিদার তুলনায় নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধার আওতা অনেক কম (বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে)। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার-বহির্ভূত কর্তৃপক্ষের (এনজিও) মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একদিকে যেমন ডুপ্লিকেশন হচ্ছে, অন্যদিকে একই ধরণের প্রশিক্ষণ অনেকের মাঝে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না
- আরেকটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীরা তাদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে কি ধরণের কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছেন তা ট্র্যাক করা/ফলো-আপ করা হয় না
- কিছু ক্ষেত্রে যারা আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হন তাদের একটা রেকর্ড রাখা হয়। যেমনঃ আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন থেকে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীর **৬৯% আত্ম-কর্মসংস্থানে** নিয়োজিত হয়
  - **সন্দ্বীপের ক্ষেত্রে এই মাত্র ২৮% প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হন**

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- সিবিও নারীরা মূলত বিভিন্ন এনজিও থেকে সেলাই এবং হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালনের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন
- ইউনিয়ন থেকে উপজেলা অফিস বেশ দূরে হওয়ায় সিবিও নারীরা এখনও কোন সরকারি প্রশিক্ষণ পান নি
- সিবিও নারীরা সরকারি অফিস থেকে সেলাই মেশিনসহ বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে চান

জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন অর্জনে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত

ঋণ সুবিধা

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৫% সার্ভিস চার্জে ৫-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়
  - ➢ এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপজেলাসমূহে ৪,২৯৫ দুঃস্থ মহিলাকে গড়ে ১০ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যদিও এই ঋণ মহিলারা কি কাজে লাগাচ্ছেন তা রেকর্ড করার কোন বিশেষ উদ্যোগ নেই
- জেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকেও অগ্রিম ৫% সঞ্চয়ের ভিত্তিতে প্রায় ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন ঋণ প্রদান করা হয়
  - ➢ উপজেলা ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন দ্বারা বিতরণকৃত ঋণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর মাত্র ২% সন্দ্বীপে, যার মাত্র ২০% নারী সুবিধাভোগী
- ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার-বহির্ভূত কর্তৃপক্ষের (এনজিও, সমিতি) মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একদিকে যেমন অনেকের মাঝে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি একই ব্যক্তির বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- সিবিও নারীরা মূলত বিভিন্ন এনজিও এবং মালিকানা সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন
- সরকারি এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা সম্পর্কে তারা জানেন না, কিছু ক্ষেত্রে জানলেও ঋণ গ্রহণে এবং পরিশোধে নানাবিধ জটিলতার কারণে তারা ঋণ গ্রহণে উৎসাহী হন না

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত

সামাজিক সুরক্ষা ভাতা

❑স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে মাসিক ৮০০ টাকা হারে ৩ বছর মেয়াদী 'দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা' এবং 'কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল' প্রদান করা হয়
  - ➢ সন্দ্বীপে ২০১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯ অর্থবছরে উপরোক্ত কর্মসূচির আওতায় **ভাতাভোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮২% এবং ৫০% কমেছে**। উভয় কর্মসূচির ক্ষেত্রে ২০১৯ অর্থবছরে মাসিক হার ৮০০ টাকা নির্ধারণ করা হয় যা পূর্বে ৫০০ টাকা ছিল। তাই এক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা কমিয়ে বরাদ্দের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (জাতীয় বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়)। এটা করা হলেও ২০১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-এ উপরোক্ত কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে প্রায় ৫০ লক্ষ এবং ৩ লক্ষ টাকা কম বিতরণ করা হয়
- এছাড়া সমাজসেবা কার্যালয় থেকে বিধবা এবং স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়
  - ➢ সন্দ্বীপে এই কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯ অর্থবছরে ৯.৬% বেড়েছে যা জাতীয়ভাবে বৃদ্ধির হারের কাছাকাছি (১০.৭%)

❑সুবিধাভোগীদের মতামত

- সিবিও নারীদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত ভাতা সুবিধাসমূহ পান না। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ইউনিয়নের জন্য মোট কত বরাদ্দ আছে এবং কতজন আওতাভুক্ত এ সম্পর্কিত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগের অভাব রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তথ্য চেয়েও পান না

চ্যালেঞ্জসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সিবিও সদস্যদের দেয়া তথ্য এবং মতামতের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম জেলা এবং বিশেষ করে সন্দ্বীপে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে

১. নারী এবং শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমনঃ ১০৯) সম্পর্কে এখনও প্রান্তিক নারীরা সচেতন নন। এটির ব্যবহারের যথাযথ রেকর্ড না থাকায় এটির কার্যকারিতা বা প্রভাব সম্পর্কেও সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না

২. যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসমূহ সকল নারীর কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের প্রকট জনবল ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকর্মীদের সাথে তাদের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে

৩. উপজেলায় সরকারি পর্যায়ে c-section করার মত কোন অবকাঠামোগত সুবিধা এবং দক্ষতা না থাকায়, দুর্গমতার কারণে দরিদ্র এবং সঙ্কটাপন্ন মায়েদের জীবন ঝুঁকিতে পরে

৪. নারীদের ঝরে পড়া রোধে শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তার তদারকিতে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়

৫. জীবন দক্ষতাভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম

চ্যালেঞ্জসমূহ

৬. বিভিন্ন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহিতা উভয়ের ক্ষেত্রেই কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সেবা দাতাদের পক্ষ থেকে নারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংরক্ষণশীলতাকে দায়ী করা হয়

৭. প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে নারীরা কি ধরণের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলেন সেটির যথাযথ ফলো-আপ না থাকা এবং যারা ঝরে পড়লেন তারা কেন পড়লেন তার কারণ অনুসন্ধান করে লিপবদ্ধ না করার ফলে প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায় না

৮. চাহিদার তুলনায় এবং পুরুষদের তুলনায় নারীদের অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়

৯. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নারীদের জন্য প্রদেয় ভাতাসমূহের পরিমাণ এবং আওতা চাহিদা এবং দ্রব্যমূল্যের উচ্চহারের বিবেচনায় অনেক কম

১০. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাঠপর্যায়ের জনবল ঘাটতি এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

সুপারিশসমূহ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং অন্যান্য নীতিমালার আলোকে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে নিম্নোক্ত সাতটি ক্ষেত্রে সুপারিশসমূহ প্রদান করা হল

১. নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সরকারি উদ্যোগসমূহের (হটলাইন ১০৯) কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা

- এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসে রেফারকৃত অভিযোগসমূহ (ধরণ অনুযায়ী) এবং গ্রহনকৃত পদক্ষেপসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরি করা উচিৎ যা নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হবে
- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ **১০৯** এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা মহিলা বিষয়ক অফিসে সংরক্ষিত সফলতার বিভিন্ন ঘটনা তাদের মাঝে তুলে ধরতে পারেন

২. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসমূহ সকলের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে GO-GO এবং GO-NGO অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা

- পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সক্ষমতা এবং জনবল যেহেতু চাহিদার তুলনায় অনেক কম, তাই সেবাসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে তাদের সমন্বয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ধাত্রী প্রশিক্ষণের মত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োজিত করা যেতে পারে
- এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল এনজিও যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ, প্রচারণা এবং সেবা দিয়ে থাকেন তাদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা যেতে পারে

সুপারিশসমূহ

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপবৃত্তি সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীর কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা এবং বিতরণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তার একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা

- এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে এনজিও, সিবিও, মিডিয়া প্রতিনিধিগণদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা এবং মাসিক সভার আয়োজন করা যেতে পারে
- কোন উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার উপস্থিত না থাকলে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের উপস্থিতিতে কমিটির কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে

৪. দক্ষতাবৃদ্ধি এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নূন্যতম ৫০%-এ উন্নীত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

- এক্ষেত্রে জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এই সকল প্রশিক্ষণের উপকারিতা সম্পর্কে মহিলা শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে এবং এগুলোতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের যেসকল আর্থ-সামাজিক, ব্যাক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা আছে তা বিবিচনায় নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৫. নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সেবাসমূহের ডুপ্লিকেশন রোধ, আওতা বাড়ানো জন্য জিও-জিও এবং জিও-এনজিও কর্মসূচিগুলোর মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধি করা

- এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি করা। মাসিক ভিত্তিতে এই কমিটির সভার আয়োজন করা এবং সভাগুলোতে সুবিধাভোগী নির্বাচন, ডুপ্লিকেশন কমানো, বাজার চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত এই বিষয়গুলো আলোচনা করা যেতে পারে

সুপারিশসমূহ

৬. প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে নারীরা কি ধরণের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলেন সেটির যথাযথ ফলো-আপ করা

- এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রত্যেক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন এবং এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন, মুক্ত আলোচনা করবেন। সভার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করে সেই ভিত্তিতে দ্রুত সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ফলো-আপ প্রক্রিয়ায় সিবিও সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারেন

৭. সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতাসমুহের সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করা

- এক্ষেত্রে উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে প্রতি অর্থবছরে তার নিজ নিজ উপজেলার জন্য বিভিন্ন ভাতার আওতায় কত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং কতজন সুবিধাভোগীর মাঝে তা বিতরণ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং সকল ভাতা পাওয়ার যোগ্য মহিলাদের মাঝে তা বিতরণ করার ব্যবস্থা করা
- সিবিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন
- কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে বছরের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা যেন অধিকতর নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়

ধন্যবাদ